যুগান্তর

তারিখ 6 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ

কোচিংবাজ ১৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন স্তরের শাস্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের কোচিংবাজ ১৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। চিহ্নিত ওইসব শিক্ষকের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট কেটে নেয়া হয়েছে। ১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃপক্ষের পক্ষে অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম সংশ্লিষ্টদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বুধবার রাতে এ ব্যবস্থা নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ড. শাহানআরা বেগম। তিনি বলেন, শুধু ওই ১৭ জনই নয়, আরও অনেকেই কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত। গভর্নিং বডির তদারকি কমিটি এ নিয়ে কাজ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে যাদের নাম দেয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া

শাস্তি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শাস্তি : কোচিংবাজ ১৭ শিক্ষকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হলো। আরও নাম এলে পরে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, [illegible] সম্পর্কে [illegible] তারা ক্ষুব্ধ হয়ে অ্যাকশন নিতে পারেন না। তিনি জানান, কিছু শিক্ষক কোচিংয়ে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময়ে সরকার কোচিংবিরোধী নীতিমালা করেছে, যা সময়োপযোগী হয়েছে। এদিকে ইনক্রিমেন্ট কেটে নেয়ার এ শাস্তিকে সংশ্লিষ্টরা 'নামেমাত্র' শাস্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারি কোচিং নীতিমালা লঙ্ঘনের দায়ে চাকরিচ্যুতি, এমপিও কেড়ে নেয়া, পদাবনতি, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়া, ইনক্রিমেন্ট কেটে নেয়াসহ ৬ ধরনের শাস্তি রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের শাস্তি হলো ইনক্রিমেন্ট কেটে নেয়া। আইডিয়াল কর্তৃপক্ষ সেটাই করেছে। এ ব্যাপারে স্কুলের একাধিক অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, চিহ্নিত কোচিংবাজরা অধ্যক্ষ শাহানআরা ও বনশ্রী শাখার প্রধান আবদুস সালাম খানের সিন্ডিকেটের সদস্য। এ সিন্ডিকেট স্কুলে লুটপাট আর দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করেছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের তদন্তে ১৭ জন চিহ্নিত হওয়ার পর এবং বিষয়টি নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পারেননি তারা। আর এ কারণেই শেষ পর্যন্ত গত ১৭ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ গভর্নিং বডি ১৭ শিক্ষকের ইনক্রিমেন্ট কেটে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জানা গেছে, এর আগে তাদের প্রত্যেককে শোকজ করা হয়েছিল। আর মন্ত্রণালয়ের এ তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট দাখিল করে গত ১৭ সেপ্টেম্বর।

কোচিংবাজ ওই ১৭ শিক্ষক হলেন ইংরেজির নিজামউদ্দিন কামাল, বাংলার শিক্ষক আবদুর রশীদ, ইংরেজির আবুল কালাম আজাদ, গণিতের সুভাষচন্দ্র পোদ্দার, ইংরেজির কলিম মোর্শেদ, বিজ্ঞানের মোফাজ্জেল হোসেন, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক কাজল কান্তি বড়ুয়া, দেলোয়ার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নুরুল আমিন-২, ধর্মের মাসুদ হাসান, বাংলার রুবনুজ্জামান রতন, আজিজুর রহমান, ইংরেজির হাসান মালিক, গণিতের মোয়াজ্জেম হোসেন, বাংলা ও সমাজের রফিকুল ইসলাম এবং আলী মর্তুজা। জানা গেছে, এদের মধ্যে আবদুর রশীদ কোচিংয়ে সবচেয়ে ব্যাপ্র। তিনি একাই আইডিয়ালের ১২টি ব্যাচে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ান। অভিযোগ রয়েছে, প্রত্যেককে ক্লাসে নানাভাবে কটূক্তি ও অপমান করে পড়তে বাধ্য করে থাকেন। খোদ শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কেও তিনি কটূক্তি করেছেন। যুগান্তরের কাছে আসা এক অডিও রেকর্ডে দেখা যায়, তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, কোচিংয়ের দায়ে যদি শিক্ষামন্ত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপ নেন তাহলে সারাদেশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। তিনি একটি শিক্ষক সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। এ ধরনের ঘটনা ঘটানো তার পক্ষে কোনো ব্যাপারই নয়। একই স্থানে ওই সমিতির সভাপতির কণ্ঠে শোনা যায়, যদি কোচিং বন্ধ করা হয়, তাহলে শিক্ষামন্ত্রীর চেয়ার থাকবে না। এতে শোনা যায়, আইডিয়ালে চাকরি না করলে তার কিছু যায় আসে না। প্রতি মাসে ৫-৬ লাখ টাকা করে কামিয়ে ইতিমধ্যে তিনি স্বনির্ভর। আর কয়েকজন অভিভাবক জানিয়েছেন, আবদুর রশীদ, সুভাষ পোদ্দার, নিজাম কামাল, কাজল কান্তি বড়ুয়া, মোফাজ্জেলসহ কয়েকজন শিক্ষক আগামী বছরের জেএসসি পরীক্ষার্থীদের (যারা এখন সপ্তম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষা দিচ্ছে) তিন মাসের অগ্রিম হিসেবে সাড়ে ৪ হাজার টাকা নিয়ে রেখেছেন। নভেম্বর মাসেই নাম তালিকাভুক্ত করে নিয়েছেন। সূত্র জানায়, ওই ১৭ জনের বাইরে আরও অর্ধ শতাধিক শিক্ষক এখনও লাগামহীনভাবে কোচিং করাচ্ছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম বলেন, তাদের তদারকি কমিটি শিক্ষকদের বাসা ও কোচিং সেন্টারে ঘুরে বিষয়টির প্রমাণ পেয়েছে। এর বাইরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠিতেও বিষয়টি রয়েছে। এসব কারণে তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন। আবদুর রশীদের শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কে বক্তব্যের ব্যাপারে বলেন, এটা কোন শিক্ষকসুলভ কথা বলেননি তিনি। ব্যবস্থা তো নেয়া হলো, এখন পারলে আগুন জ্বালাক। তিনি বলেন, আসলে শিক্ষকরা অতিরিক্ত মাত্রায় কোচিংয়ে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল।